একটি সুসংবাদ

সম্মানিত মুসলিম সমাজ! আমরা সবাই অবগত যে, বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া মানুষের ঘরে ঘরে ইসলামের বার্তা পৌঁছানো খুবই মুশকিল। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা নিজের ও ইসলামের বাণী ও বার্তা গোটা পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসার করতে খুব সহজভাবেই সক্ষম। তাই আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়াকে মাধ্যম বানিয়ে ইসলাম ও সুন্নিয়তের প্রচার ও প্রসার করার জন্য একটি ওয়েবসাইট খুলেছি, যেখানে আপনারা বিভিন্ন বিষয়াদির উপর ইসলামী বই-পুস্তক, বিষয়ভিত্তিক লিখনি ও ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান পাবেন। এই সাইটে বিভিন্ন ইসলামিক স্কলারদের ভিডিও ও অডিও আপলোড করা হয়েছে। তাছাড়া এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রয়োজন মোতাবেক প্রশ্ন করতে পারবেন যার উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে সুযোগ্য ও দক্ষ ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত আছেন। তাই আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ! আমাদের এই ওয়েবসাইটটি অবশ্যই ভিজিট করবেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত ইসলামিক বিষয়াদি সেখান থেকে জানার চেষ্টা করবেন। আপনাদের খেদমতের জন্য আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের ওয়েবসাইট হলো- www.keyofislam.com

এছাড়া আপনাদের খেদমতের জন্য আমাদের দুইটি ইসলামিক ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। যেখানে আমরা সমাজের প্রয়োজন মোতাবেক ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণা করে থাকি। সুতরাং এ সমস্ত চ্যানেলকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ইউটিউবে নাচ গান ইত্যাদি হারাম বিষয়াদি না দেখে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের চ্যানেল গুলো অবশ্যই দেখবেন।

আমাদের চ্যানেল গুলো হল- KEY OF ISLAM ও HOLY WAY

Subscribe to our YouTube Channel

Baraidanga, Kalikamora, kushmandi, D/Dinajpur
West Bengal, India, Pin-733132
Helpline:-9647731169/9733301647
www.keyofislam.com

হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নবীজী ﷺ জীবিত না মৃত?

হায়াতুন্নাবী

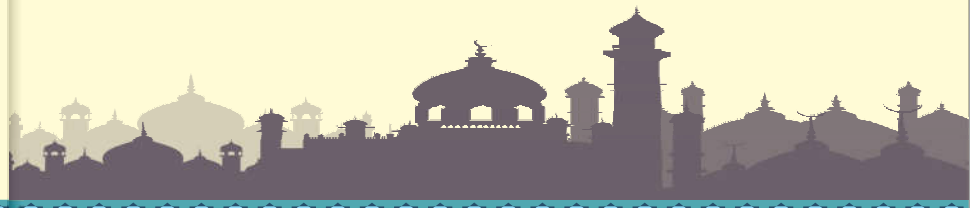

লেখক:- মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী

সুন্নি মিশন
বারইডাঙ্গা, কালিকামোড়া, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।
হেল্প লাইন:-৯৬৪৭৭৩৯৯৬৯/৯৭৩৩৩০৯৬৪৭

হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নবীজী ﷺ জীবিত না মৃত?

হায়াতুন্নাবী

-:লেখক:-

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী

প্রিন্সিপাল:- মাদ্রাসা জামিয়া নুরিয়া সুকানদিঘী, আমিনপুর
কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর

-:প্রকাশনায়:-

সুন্নি মিশন

বারইডাঙ্গা, কালিকামোড়া, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর
হেল্প লাইন:-৯৬৪৭৭৩৯৯৬৯/৯৭৩৩৩০৯৬৪৭

পুস্তকের নাম :- হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নবীজী ﷺ জীবিত না মৃত?
লেখক:- মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী
পিতা:- মাহিরুদ্দিন আহমাদ
ঠিকানা:- গ্রাম:-বারই ডাঙ্গা, পোঃ:- কালিকা মোড়া, থানা:- কুশমন্ডি,
জেলা:- দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজ্য:- পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।
E-mail:-amjadhussainsimnani@gmail.com
www.keyofislam.com

প্রুফ নিরীক্ষণে :- আজিজে মিল্লাত মুফতী আব্দুল আজীজ কালিমী।

***কম্পোজ & সেটিং* :- মৌলানা রৌশন আলী আশরাফী**
বাসইল, কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর
9733301647 / 6295534493
E-mail:-roushanali536@gmail.com

-:সহযগিতায়:-
HOLY WAY ও KEY OF ISLAM
Subscribe to our YouTube Channel

-:পরিবেশনায়:-
মাদ্রাসা জামিয়া নুরিয়াহ
শুকানদিঘী, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর

বিষয় -: সূচিপত্র :- পৃষ্ঠা নং

(১)প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।..... 07
(২)আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মধ্যে পার্থক্য।..... 09
(৩)নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর দেহ ভক্ষণ ও গ্রাস করা যমীনের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে।..... 10
(৪)প্রত্যেক নাবী নিজ নিজ কবরে জীবিত (জিন্দা) আছেন।..... 13
(৫)নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত ও নামাজ আদায় করেন।..... 15
(৬)নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কবরে আযান ও ইক্বামতের সহিত নামাজ আদায় করেন।..... 17
(৭)ইন্তিকালের পর নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর রুহ তাঁদের দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।..... 20
(৮)হায়াতুন্নাবীর আরো কিছু প্রমাণাদি।..... 22
(৯)হায়াতুন্নাবীর উপর সমস্ত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বিদ্যমান।..... 26
(১০)হায়াতুন্নাবী প্রসঙ্গে বিগত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের অভিমত।... 28
(১১)সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অভিমত।..... 28
(১২)ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 28
(১৩)বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসহাক ইবনু মান্দাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 28
(১৪)ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইমাম আবু বাকর বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত।..... 28
(১৫)ইমামুল হারামাইন হযরত ইমাম আবুল মায়ালী জুবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর অভিমত।..... 29
(১৬)বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু জাওযী

বিষয় -: সূচিপত্র :- পৃষ্ঠা নং

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 29
(১৭)ইমাম উসমান বিন আব্দুর রহমান তাকিউদ্দিন ইবনে সালাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 29
(১৮)বিশ্বনন্দিত মুফাসসির হযরত ইমাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান খাজিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 30
(১৯)সহীহ বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 30
(২০)বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও বোখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হযরত ইমাম বাদরুদ্দীন আইনী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 31
(২১)ইমাম বুরহানুদ্দীন বাকায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 32
(২২)আল্লামা আব্দুর রাহমান বিন আব্দুস সালাম স্বাফুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 32
(২৩)বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরত ইমাম শামসুদ্দীন আবুল খায়ের সাখাবী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর অভিমত।..... 32
(২৪)ইমাম আলী ইবনে আব্দুল্লাহ সামহুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত।..... 32
(২৫)খাতামুল মুহাদ্দেসীন ও হাফিজুল হাদিস হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 33
(২৬)বিশ্বনন্দিত ইতিহাসবিদ ও বুখারী শরীফের প্রখ্যাত আরাবী ভাষ্যকার ইমাম শাহাবুদ্দীন কাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 33
(২৭)বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ স্বালেহী শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত।..... 34
(২৮)হযরত ইমাম শাহাবুদ্দিন আহমাদ রিমলী শাফেয়ী

বিষয় -: সূচিপত্র :- পৃষ্ঠা নং

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 35
(২৯)ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইমাম সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত।..... 35
(৩০)বিশ্বনন্দিত মুহিদ্দিস ও শাইখুল ইসলাম ইমাম শাহাবুদ্দিন ইবনে হাজার হাইতামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 35
(৩১)ইমামুল হারামাইন, বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ ইমাম আবুল হাসান মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 36
(৩২)প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম জাইনুদ্দিন মুহাম্মাদ মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 36
(৩৩)আল্লামা মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ সিদ্দীকি শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 37
(৩৪)বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকি যুরকানী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 37
(৩৫)বিশ্ব নন্দিত মুফাসসির হযরত ইমাম ইসমাইল হাক্কী ইস্তাম্বুলী হানাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 39
(৩৬)আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী এর অভিমত।..... 39
(৩৭)আল্লামা সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ বিন উমার বাজীরামী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 39
(৩৮)প্রচলিত আহলে হাদিসদের নিকট অতি গ্রহণযোগ্য একজন মুহাদ্দিস শায়েখ শুয়াইব আর্নাউত এর অভিমত।..... 40
(৩৯)চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আলা-হাযরাত ইমাম আহমদ রেজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত।..... 40

অভিমত

পশ্চিমবাংলার স্বনামধন্য লেখক ও গবেষক আজিজে মিল্লাত মুফতী **আব্দুল আজিজ কালিমী সাহেব** ইমাম পাঁচ তলা জামে মসজিদ, কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

نحمدك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء

উপস্থিত যুগে কিছু নামধারী আলেম যারা শরীয়তের নামে কলঙ্ক কারণ তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তার সর্ব প্রিয় নবী জানাব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কোরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে ধর্মীয় বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে সরল প্রাণ আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের ব্যক্তিদেরকে বিভ্রান্ত করছে। তার মধ্যে একটি বিষয় এটাও যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রওজা মোবারকে পার্থিব জীবনের ন্যায় স্বশরীরে জীবিত আছেন কি না?। সুতরাং উক্ত প্রয়োজন-কে অনুভব করে পশ্চিম বাংলার তরুণ ও নির্ভরযোগ্য মুফতী, বিশেষ চিন্তাবিদ, ধর্মীয় গবেষক, কোরআন ও হাদিসের পন্ডিত, হযরত মুফতী আমজাদ হোসাইন সিমনানী সাহেব। উক্ত বিষয়ের উপর কলম ধরে সাজিয়ে গুজিয়ে "হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নবীজী জীবিত না মৃত?" এই নামে সংক্ষিপ্ত হলেও একটি খুব সুন্দর বই মুসলিম উম্মাহ-কে প্রদান করলেন।

উক্ত পুস্তক খানা নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগলো, দলিল ভিত্তিক আলোচনা করে লেখক নিজ উদ্দেশ্যে সফল হতে সক্ষম হয়েছেন। আশা রাখি উক্ত পুস্তকটি বিরোধীদের জন্য ফারুকী তরবারির ন্যায় কাজ করবে। পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট লেখক এর দীর্ঘায়ু, সুস্থতা, জনপ্রিয়তা, নিজ কর্মের সফলতা এবং উক্ত কিতাবটি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দোয়াপ্রার্থী। আমীন।

ইতি
আব্দুল আজিজ কালিমী।
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।
২৮/০৫/২০২১

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد و على اله و اصحابه اجمين أمابعد

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের আক্বীদাহ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় তথা ইন্তেকাল করতে হয়। আর যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরো আত্মা ও প্রাণ রয়েছে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত তাই তাঁদেরকেও ইন্তেকাল করতে হয়েছে। অতএব এ কথা সত্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ইন্তেকাল করেছেন। তদ্রুপ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও ইন্তিকাল করেছেন। কেউ যদি বলে নাবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন নি তাহলে তার এ ধারনা ও আকীদাহ শরীয়ত পরিপন্থী প্রমাণিত হবে। কারণ কোরআন মাজিদের বহু আয়াত ও বহু হাদিস শরীফ হতে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল করার বিষয়টি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অনুবাদঃ-প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

{{ সূরা আল ইমরান আয়াত নং-১৮৫,, সূরা আম্বিয়া আয়াত নং-৩৫,, সূরা আনকাবূত আয়াত নং-৫৭ }}

অন্যত্রে আল্লাহ তাআলা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন,

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

অনুবাদঃ- নিশ্চয় আপনাকেও ইন্তিকাল করতে হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে। {{ সূরা যুমার আয়াত নং-৩০ }}

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ .قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ

অর্থাৎ! হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন। তখন চারজন ব্যতীত আর কেউ কুরআন সংগ্রহ করেননি। তাঁরা হলেন আবু দারদা, মু'আয ইবনু জাবাল, যায়েদ ইবনু সাবিত ও আবূ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আবূ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তরসুরী।

{{ সহীহ বুখারী হাদিস নং-৫০০৪,, মু'জামে আওসাত তাবরানী হাদিস নং-৭৭৩৫,, তাফসীরে কুরতুবী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৬ }}

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ! হযরত আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করার সময় আমার বুক ও থুতনির মাঝে ছিলেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না।

{{ সহীহ বুখারী হাদিস নং-৪৪৪৬,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-২৪৩৫৪,, সুনান নাসাঈ হাদিস নং-১৮৩০,, মু'জামে আওসাত তাবরানী হাদিস নং-৮৭৮৬ }}

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا

অর্থাৎ! হযরত জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিযুক্ত বাহরাইনের শাসক] 'আলা ইবনু হাযরামীর পক্ষ হতে মালপত্র এসে পৌঁছল। তখন আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কারো কোন ঋণ থাকলে কিংবা তাঁর পক্ষ হতে কোন ওয়াদা থাকলে সে যেন আমাদের নিকট এসে তা নিয়ে যায়।

{ সহীহ বুখারী হাদিস নং-২৬৮৩ }

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মধ্যে পার্থক্য

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আয়াত সমূহ ও সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম তৎসহ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন ও ইন্তেকাল করেছেন। তবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর ইন্তেকাল ও সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকাল সমান নয়। নাবীগণ ও সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হল-

(১)সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের পর তাদের দেহ জমিন ভক্ষণ করে ফেলে এবং তারা মাটির সঙ্গে মিশে যায় কিন্তু নাবীগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের দেহ মোবারক জমিনের উপর ভক্ষণ ও গ্রাস করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইন্তেকাল করার পরেও সমস্ত নাবীগণের দেহ মোবারক দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় সুরক্ষিত রয়েছে।

(২)সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের পর তাদেরকে বলা হবে মৃত বা মুর্দা কিন্তু কোন নাবীর ইন্তেকালের পর তাঁকে মৃত বা মুর্দা বলা ও ধারণা করা কোরআন ও হাদিস পরিপন্থী বরং তাঁকে জীবিত ও জিন্দা মান্য করা জরুরি।

(৩)সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের পর তাদের আত্মা তাদের দেহে থাকে না। কারণ তাদের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং আত্মা থাকে তাদের আমল অনুপাতে বিভিন্ন স্থানে। পক্ষান্তরে নাবীগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের আত্মা তাঁদের শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তাঁদের আত্মা নিজ দেহ মোবারকেই উপস্থিত থাকে।

(৪)সাধারণ ব্যক্তিদের ইন্তেকালের পর তাদের আমল বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ তারা নামাজ রোজা ইত্যাদি আমল করতে সক্ষম নন। পক্ষান্তরে নাবীগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায় না বরং তাঁরা ইন্তেকালের পরেও নামাজ ও হজ্ব ইত্যাদি আমল আদায় করেন।

নাবীগণের দেহ ভক্ষণ ও গ্রাস করা জমীনের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে?

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ -قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ! হযরত আওস ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এদিনই আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনই শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এদিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। অতএব তোমরা এদিন আমার প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরূদ ও সালাম পেশ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দুরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নাবীগণের দেহ ভক্ষণ করা জমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

{সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং-১৭০৫,, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৫৩ হাদিস নং-৮৬৯৭,, সুনানে দারেমী হাদিস নং-১৬১৩,, মু'জামে কাবীর তাবরানী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২১৬ হাদিস নং-৫৮৯,, মুস্তাদরাক লিল- হাকিম হাদিস নং-৮৬৮১,, }

***ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

অর্থাৎ! উক্ত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

{মুস্তাদরাক লিল-হাকিম খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৬০৪ }

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ .قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

অর্থাৎ! হযরত আওস ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু সুত্রে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট দিন হল জুমু'আর দিন, সে দিন আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে দিনই তাঁর ওফাত হয়, সে দিনই দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব, তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তারা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পেশ করা হবে। যেহেতু আপনি (এক সময়) ওফাত পেয়ে যাবেন অর্থাৎ তারা বললেন, আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জমীনের জন্য নাবীগণের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন।

{সুনানে নাসাঈ হাদিস নং-১৩৮৫,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-১৬১৬২,, সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-১০৪৯,, মুসনাদুল বাজ্জার হাদিস নং-৩৪৮৫,, সুনানে কুবরা নাসাঈ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬২ হাদিস নং-১৬৭৮,, সহীহ ইবনে খুযাইমা খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১১৮ হাদিস নং-১৭৩৩,, সহীহ ইবনে হিব্বান খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৯১ হাদিস নং-৯১০,, মুসতাদরাক লিল-হাকিম হাদিস নং-১০২৯,, সুনানে কুবরা বাইহাকী হাদিস নং-৫৯৯৩,, শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৩২ হাদিস নং-২৭৬৮}

***ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

هذا حديث صحيح على شرط البخارى

অর্থাৎ! উক্ত হাদীসটি বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ।

{মুস্তাদরাক লিল-হাকিম খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪১৩}

***ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وصححه بن خزيمة

অর্থাৎ! ইমাম ইবনে খুযাইমা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। {ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮}

***ইমাম নাবাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

حديث أوس بن أوس هذا صحيح رواه أبو داود والنسائى وغير هما بأسأنيد صحيحة

অর্থাৎ! হযরত আউস বিন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্ত হাদীসটি সহীহ। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য ইমামগণ হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। {মাজমু শারহুল মুহায্যাব খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৫৪৮}

***শাইখ শুয়াইব আরনাউত বলেন-**

اسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح

অর্থাৎ! হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

{তাখরীজুল মুসনাদ ২৬/৮৪}

***খাতামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وأخرج الزبير والبيهقى عن أبى العالية قَالَ اِنَّ لُحُوْمَ الْأَ نْبِيَاءِ لَا تَبْلِيْهَا الْأَرْضُ وَلَا تَأْكُلُهَا السِّبَاعُ

অর্থাৎ! ইমাম জুবায়ের ও ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আবু আলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীর মাটি গ্রাস করতে পারেনা আর না কোন পশু তা ভক্ষণ করতে পারে।

{খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৮৯,, দালাইলুন নাবুয়াহ বাইহাকী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৮২,, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪০,}

***ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وهذا اسناد صحيح হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত।

{আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪০}

جريربن حازم سمعت الحسن البصرى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَأْكُلُ الْاَرْضُ جَسَدَ مَنْ كَلَّمَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ

অর্থাৎ! হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির সহিত রুহুল কুদস কথা বলেছেন তার দেহ জমীন ভক্ষণ করতে পারে না।

{তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪১৯,, ফাযলুস সালাত আলান নাবী পৃষ্ঠা-৩৮,, খাসাইসে কুবরা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৮৯,, আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৬০১}

***ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

مرسل حسن হাদিসটি হাসান মুরসাল।

{তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪১৯}

***সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!** উপরোল্লিখিত সহীহ হাদিসের আলোকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, সাধারণ ব্যক্তিদের ন্যায় নাবীগণের দেহ ও শরীর মোবারক-কে জমিন ভক্ষণ করতে পারবে না আর না তাদের দেহ মোবারক জমিনের সঙ্গে মিশে যাবে বরং তাদের দেহ কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরনের আকীদাহ ও ধারণা রাখবে যে, "নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন" তার উক্ত ধারণাটি শরীয়ত পরিপন্থী ও হাদীস বিরোধী প্রমাণিত হবে।

প্রত্যেক নাবী নিজ নিজ কবরে জীবিত (জিন্দা) আছেন।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّىَ عَلَىَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ :قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللَّهِ حَىٌّ يُرْزَقُ-

অর্থাৎ! হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা জুমু'আর দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তা

আমার নিকট পৌঁছানো হয়, ফেরেশতাগণ তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তিই আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা থেকে সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পৌঁছতে থাকে। রাবী(বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, (আপনার) ইন্তিকালের পরেও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইন্তিকালের পরেও। আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের দেহ ভক্ষণ জমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নাবী জীবিত এবং তাঁকে রিযিক দেওয়া হয়।

{সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং-১৭০৬,, খুলাসাতুল ওফা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৫১,, শারফুল মুস্তাফা খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৮৯,, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদিস নং-১৩৬৬,, জিলাউল ইফহাম খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮,, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৯৭,, তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৭৩}

***ইমাম মুল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

رواه ابن ماجه أى بإسناد جيد

অর্থাৎ! উক্ত হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তম ও মজবুত সনদে বর্ণনা করেছেন।{মিরকাত শারহে মিশকাত খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১০২০}

***হযরত ইমাম ইবনে মুলাক্কান সিরাজুদ্দীন শাফেয়ী মিসরী (ইন্তেকাল ৮০৪-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-** وإسناده حسن হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। {আল-বাদরুল মুনীর খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৮৮}

***ইমাম আলী ইবনে আব্দুল্লাহ সামহুদী (ইন্তেকাল ৯১১-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-** ولبن ماجة باسناد عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا

অর্থাৎ! সুনানে ইবনে মাজাহর মধ্যে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে (সহীহ সনদে) মারফু হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

{খুলাসাতুল ওফা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৫১}

***বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ স্বালেহী শামী (ইন্তেকাল ৯৪২-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وروى ابن ماجه - برجال ثقات

অর্থাৎ! ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মজবুত ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৪৪৪}

***সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!** উপরোক্ত হাদিস হতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হল

যে, প্রত্যেক নাবী ইন্তেকাল করার পরেও জীবিত রয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি এ ধরনের আকীদাহ ও ধারণা রাখবে যে, "নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম হলেন মৃত" অথবা "নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কবরে মৃত অবস্থায় রয়েছেন" তার ধারণা ও আক্বীদাহ হাদিস পরিপন্থী সাব্যস্ত হবে।

নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত ও নামাজ আদায় করেন?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِى قُبُوْرِ هِمْ يُصَلُّوْنَ

অর্থাৎ! হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন ও নামাজ আদায় করেন।

{মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং-৩৪২৫,, মুসনাদুল বাজ্জার হাদিস নং-৬৮৮৮,, হায়াতুল আম্বিয়া বাইহাক্বী হাদিস নং-১,, মাজমাউয যাওয়াঈদ হাদিস নং-১৩৮১২,, জামেয়ে সাগীর হাদিস নং-৪৫৫৬}

***ইমাম হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

رواه أبويعلى والبزار، ورجال أبى يعلى ثقات

অর্থাৎ! ইমাম আবু ইয়ালা ও ইমাম বাজ্জার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হাদিসটি বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুসনাদে আবু ইয়ালার বর্ণনাকারীগণ মজবুত। (অর্থাৎ হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত)

{মাজমাউয যাওয়াঈদ খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-২১১}

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَيْتُ -وَفِى رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ -عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ

অর্থাৎ! হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে রাত্রে

আমার মি'রাজ হয়েছিল সে রাত্রে আমি মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। লাল বালুকা স্তুপের নিকট তাঁর কবরে তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন।

{সহীহ মুসলিম হাদিস নং-৬৩০৬,, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হাদিস নং-৩৬৫৭৫,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-১২৫০৪,, সুনানে নাসাঈ হাদিস নং-১৬৩১,, মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং-৩৩২৫,, সুনানে কুবরা নাসাঈ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১২৮ হাদিস নং-১৩৩০,, হিলয়াতুল আওলিয়া খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-২৫৩,, মুসনাদুল ফেরদৌস খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-১৭০ হাদিস নং-৬৫২৯ } (হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে)

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ . (وَزَادَ فِى حَدِيثِ عِيسَى) (مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى)

অর্থাৎ! হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি তার কবরে নামাজ আদায় করছিলেন। ঈসার হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "আমাকে যে রাত্রে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাত্রে আমি যাচ্ছিলাম।"

{সহীহ মুসলিম হাদিস নং-৬৩০৮,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-১৩৫৯৩,, সুনানে নাসাঈ হাদিস নং-১৬৩৪,, মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং-৪০৮৫,, তাফসীরে ইবনে কাসীর খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-১০}

(হাদিসটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে)

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَايُتْرَكُوْنَ فِى قُبُوْرِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلٰكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يُنْفَخَ فِى الصُّوْرِ

অর্থাৎ! হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) চল্লিশ দিনের মধ্যেই আল্লাহর দরবারে নামাজ আদায় করতে শুরু করেন যতক্ষণ না শিংগায় ফুঁক দেওয়া হয়েছে।

{{ হায়াতুল আম্বিয়া বাইহাক্বী হাদিস নং-৪,, মুসনাদুল ফেরদৌস খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২২২ হাদিস নং-৮৫২,, আল-বাদরুল মুনীর খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৮৪,, ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-

৪৮৭,, জামে সাগীর সুয়ূতী হাদিস নং-৩৩৪২,, কান্‌জুল উম্মাল হাদিস নং-৩২২৩০,, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৮ }

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْهِ

অর্থাৎ! হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মিরাজের রাতে) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সেই সময় তিনি নিজ কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন।

{মুজামে কাবীর তাবরানী খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-১১১ হাদিস নং-১১২০৭,, হিলয়াতুল আওলিয়া খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৩৫২,, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৮}

***সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!** উপরোল্লেখিত হাদিস সমূহ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁদের আমল এখনো অব্যাহত আছে। তাঁরা নিজ নিজ কবরে নামাজ আদায় করেন।

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযান ও ইক্বামতের সহিত নামাজ আদায় করেন

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثاً وَلَمْ يُقَمْ، وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

অর্থাৎ! সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আইয়ামুল হাররাহ' বা তীব্র অন্ধকারের দিনগুলিতে (৬৩ হিজরীতে ইয়াযীদের সময়কার মশহুর কষ্টকর শাস্তির দিনগুলি) নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে তিন দিন পর্যন্ত আজান ও জামা'আতে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়নি। সে সময় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রাহিমাহুল্লাহ আনহু মাসজিদেই আটকা পড়েছিলেন। কিন্তু (গাঢ় অন্ধকারের কারণে) নামাজের ওয়াক্ত নির্ধারণ করতে পারতেন না, তবে (নামাজের ওয়াক্ত

হলে) তিনি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর হতে গুণগুণ শব্দ শুনতে পেতেন। পরে তিনি আমাদের নিকট এ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

{সুনানে দারেমী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২২৭ হাদিস নং-৯৪,, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৯,, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৭,, মিশকাত শরীফ হাদিস নং-৫৯৫১,, মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৬০০,, মিরকাত খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-৩৮৪০}

(উপরোক্ত হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত)

عن سعيد بن المسيب قال لقد رأيتمنى ليالى الحرة ومافى مسجد رسول اللّٰه ﷺ غيرى ومایاتی وقت صلاة الاسمعت الاذان من القبر

অর্থাৎ! হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি হার্রার দিনসমূহে দেখেছি, সেই সময় নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসজিদে আমি ব্যতীত অন্য কেউ ছিলনা। যখন নামাজের ওয়াক্ত হত আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর এর দিক থেকে আজান শুনতে পেতাম।

{দালাইলুন নাবুয়া আবু নুআইম খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৬৭ হাদিস নং-৫১০,, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৯,, খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯০,, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৭}

وأخرج الزبيربن بكار فى أخبار المدينة عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ألَاذَانَ وَألِاقَامَةَ فِى قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ

অর্থাৎ! হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হার্রার দিনসমূহে লোকজন পুনরায় আসা পর্যন্ত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফ থেকে আজান ও ইক্বামত শুনতে থাকি।

{আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৯, খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯০, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৭, শারহুয যুরকানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৩৬৫}

وأخرج ابن سعد فى الطبقات عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُلَازِمُ الْمَسْجِدَ

أَيَّامَ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يَقْتَتِلُوْنَ قَالَ فَكُنْتُ اِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ أَسْمَعُ أَذَانًا يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ،

অর্থাৎ! হযরত ইমাম ইবনু সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "তাবকাত" এর মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি 'আইয়ামুল হার্রায়' মাসজিদে নাবাবীতে মুলাযিম ছিলেন এবং লোকজন সেসময় জিহাদে মশগুল ছিলেন। তিনি বলেন, যখন নামাজের ওয়াক্ত হতো আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর শরীফের তরফ থেকে আজান শুনতে পেতাম। {আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৯}

{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৭}

উপরোক্ত হাদীসসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে খাতামুল মুহাদ্দেসীন ও হাফিজুল হাদিস হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ইন্তেকাল ৯১১-হিঃ) রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وهوحى فى قبره يصلى فيه بأذان واقامة وكذلك الأنبياء

অর্থাৎ! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং আযান ও ইকামতের সহিত নামাজ আদায় করেন, তদ্রুপ অন্যান্য নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম।

{আনমুজাযুল লাবীব খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৩০}

তদ্রূপ বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম যুরকানী রাহমতুল্লাহি আলাই বলেন- أن النبى ﷺ حى كماتقرر وأنه يصلى فى قبره بأذان واقامة

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত রয়েছেন যেমনটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এবং নিশ্চয়ই তিনি নিজ কবরে আযান ও ইক্বামতের সহিত নামাজ আদায় করেন।

{শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-২৩৬}

***সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!** উপরোক্ত হাদিসসমূহ ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা সমূহের আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের পরেও আযান ও ইক্বামতের সহিত নিজ রাওজা শরীফে নামাজ আদায় করেন। আর একথা সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

যে, কোন মৃত ব্যক্তি আজান ও ইক্বামতের সহিত নিজ কবরে নামাজ আদায় করতে পারেন না। কারণ নামাজ হল একটি ইবাদত ও আমল আর যখন কোন ব্যক্তি ইন্তিকাল করে কবরস্থ হয় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। যেমন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ

অর্থাৎ! মানুষ যখন ইন্তিকাল করে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়।

{সহীহ মুসলিম হাদিস নং-৪৩১০,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-৮৮৪৪,, সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-২৮৮০,, মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং-৬৪৫৭}

(হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে)

ইন্তিকালের পর নাবীগণের রুহ তাঁদের দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

অর্থাৎ! হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কেউই আমার উপর যখন সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন ফলে আমি তার সালামের উত্তর দিয়ে থাকি।

{সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-২০৪৩,, তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৭৪,, আল-বাদরুল মুনীর খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৯০}

***ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

ورواته ثقات

অর্থাৎ! উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারীগণ মজবুত।

{ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮}

***হাফিজ ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وصححه النووى فى الأذكار

অর্থাৎ! ইমাম নাবাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "আযকার" গ্রন্থে হাদিসটি কে সহীহ বলেছেন। {তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৭৪}

***ইমাম ইবনুল মুলাক্কান সিরাজুদ্দীন শাফেয়ী মিসরী (ইন্তেকাল ৮০৪) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-** رواه أبوداود باسنادجيد

অর্থাৎ! হযরত ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। {আল-বাদরুল মুনীর খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২৯০}

***প্রশ্ন:**-উপরোক্ত হাদিসের উপর কিছু মানুষ প্রশ্ন করে থাকে যে, উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যখন কোন ব্যক্তি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সালাম পেশ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর আত্মাকে তাঁর শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর আত্মা তাঁর শরীরের মধ্যে নেই বরং শরীর থেকে পৃথক রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয়, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত নন।

***উত্তর:**-উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এইভাবে দিয়েছেন,

قد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أحدها أن المراد بقوله ردالله على روحى أن ردروحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد الثانى سلمنا لكن ليس هونزع موت بل لا مشقة فيه الثالث أن المراد بالروح الملك لموكل بذلك الرابع المراد بالروح النطق

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই উলামায়ে কেরাম উপরোক্ত প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম:-"আল্লাহ তাআলা আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দেন" এর অর্থ হলো, পূর্বেই আল্লাহ তাআ'লা দাফনের পর তাঁর আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনটা নয় যে তাঁর আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয় আবার দেহ থেকে বের করা হয় আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় আবার দেহ থেকে বের করা হয়।

দ্বিতীয়:- যদি উপরোক্ত প্রশ্নটি মেনে নেওয়া যায় তথাপি এখানে মৃত্যুর

ন্যায় আত্মাকে বের করা হয় না তাই সেটা কোন মুশকিল ব্যাপার নয়।

তৃতীয়:-এখানে আত্মা থেকে বোঝানো হয়েছে সেই ফারিস্তা কে যাকে সালাম পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ:-উপরোক্ত হাদিসে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া থেকে বোঝানো হয়েছে কথা বলা (সালামের উত্তর দেওয়ার) শক্তি প্রদান।

{ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮}

***ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন-**

و الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم

অর্থাৎ! নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর ইন্তেকালের পর তাঁদের আত্মা তাঁদের শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁরা নিজ প্রতিপালকের নিকট জীবিত। {আল-ইয়তেকাদ বাইহাকী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩০৫}

*ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ন্যায় খাতামুল মুহাদ্দেসীন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তদীয় গ্রন্থ "আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৮০" এ নিজ মন্তব্য পেশ করেছেন।

হায়াতুন্নাবীর আরো কিছু প্রমাণদি ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পূর্বের মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ "নাবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর জীবিত আছেন" বিষয়টি আরো বেশ কিছু হাদিস হতে প্রমাণ করে থাকেন। তন্মধ্যে কিছু হাদিস আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রদত্ত হলো-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ

অর্থাৎ! হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরে (অর্থাৎ আল্লাহর যিকর বা নামাজ হতে খালি) পরিণত করো না। আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর সালাম পেশ করবে। কেননা তোমরা

যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে যায়।

{সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-২০৪৪,, ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮,, তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৭৪ }

***ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

سند صحيح হাদিস টি সহীহ সনদে বর্ণিত।

{ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮}

***অন্য এক বর্ণনায় নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-** وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى

অর্থাৎ! তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করতেই থাকো। কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।

{মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নং-৪৮৩৯,, ৬৭২৬,, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদিস নং-৭৫৪৩,, তাফসীর ইবনে কাসীর খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৭৫}

عن عبد الله بن مسعود ، عن النبى ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْ نِي عَنْ أُمَّتِى السَّلَام قَالَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِﷺ حَيَاتِى خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّ ثُوْنِ وَيُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِى خَيْرٌلَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَارَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللّٰهَ عَلَيْهِ، وَمَارَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اَسْتَغْفَرْتُ اللّٰهَ لَكُمْ

অর্থাৎ! হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্নিত। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কিছু ফেরেশতাগণ পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মত হতে আমার কাছে সালাম পৌঁছে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার জীবিত থাকা তোমাদের জন্য রহমত কারণ এই অবস্থায় তোমরা তোমাদের সমস্যা সমূহ আমার কাছে পেশ কর যার সমাধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়। এবং আমার ইন্তেকাল তোমাদের জন্য রহমত কারণ তোমাদের কৃতকর্ম আমার কাছে পেশ করা হয়। অতএব আমি কোন নেক কর্ম দেখলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করি এবং গুনাহের কর্ম

দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি।

{মুসনাদুল বাজ্জার হাদিস নং-১৯২৫,, মাজমাউয যাওয়াইদ খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-২৪ হাদিস নং-১৪২৫০,, খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯১}

***ইমাম হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

অর্থাৎ! ইমাম বাজ্জার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। {মাজমাউয যাওয়াইদ খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-২৪}

***ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وأخرج البزار بسند صحيح

অর্থাৎ! ইমাম বাজ্জার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। {খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯১}

***হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহ আরো বলেন,**

وأخرج أبويعلى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىَ قَبْرِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيْبَنَّهٗ

অর্থাৎ! ইমাম আবু ইয়ালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবশ্যই নাযিল হবেন। অতঃপর তিনি যদি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করেন আমি তাঁর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিব।

{আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৯, খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯০, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৭}

وأخرج البيهقى فى شعب الايمان، والأ صبهانى فى الترغيب عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُهٗ-

অর্থাৎ! হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার কবরের পাশে দরুদ পাঠ করে তার দরুদ আমি শুনতে পাই এবং যে ব্যক্তি দূরদূরান্ত হতে দুরুদ শরীফ পাঠ করে তার দরুন আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

{ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮,, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৮,, খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৮৯,, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৮}

***ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وأخر جه أبو الشيخ فى كتاب الثواب بسند جيد

অর্থাৎ! হাদীসটি ইমাম আবুশ শায়েখ তার 'কিতাবুস সাওয়াব' গ্রন্থে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। {ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮}

وأخرج الأصبهانى عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنَ الصَّلَاةِ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْ حَوَائِجِ الْأٰخِرَةِ وَثَلَاثِيْنَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَوَكَّلَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ مَلَكاً يُدْخِلُهٗ عَلَى قَبْرِى كَمَا تُدْخَلُ عَلَيْكُمُ الْهَدَايَا اِنَّ عِلْمِى بَعْدَ مَوْتِى كَعِلْمِى فِى الْحَيَاةِ

অর্থাৎ! হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন ও জুমার রাতে আমার প্রতি একশত বার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার একশত প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। ৭০ টি আখেরাত সংক্রান্ত প্রয়োজন ও ৩০ টি দুনিয়া সংক্রান্ত প্রয়োজন। এবং আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য একজন ফারিশ্‌তা নিযুক্ত করবেন যে আমার কবরে তোমাদের দরূদ তেমনি প্রবেশ করবে যেমন তোমাদের প্রতি উপহার পেশ করা হয়। নিশ্চয়ই আমার ইন্তেকালের পর আমার জ্ঞান তেমনি থাকবে যেমনটা আমার জীবিত থাকা কালীন জ্ঞান রয়েছে।

{খাসাইসে কুবরা সুয়ূতী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৯০, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৮, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৮}

عَنْ اَبِى الدَّرَداء قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ

يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى عَلَيَّ اِلَّا بَلَغَنِى صَوْتُهٗ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِى اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ! হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা জুমু'আর দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তা হল উপস্থিতির দিন, সেদিন ফারিস্তাগণ উপস্থিত হন। যে ব্যক্তিই আমার উপর দুরূদ পাঠ করে সে যেখানেই থাকুক না কেন তার আওয়াজ আমার নিকট পৌছে যায়। আমরা বললাম, আপনার ইন্তিকালের পরেও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার ইন্তিকালের পরেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের দেহ ভক্ষণ জমীনের উপর হারাম করে দিয়েছেন।

{জিলাউল ইফহাম খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৭, ইমতাউল আসমায়ে খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-৬৫, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৮, সালওয়াতুল কায়ীব খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৮৭}

ورجالهما ثقات

অর্থাৎ! হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৫৮}

হায়াতুন্নাবীর ওপর সমস্ত মুহাদ্দিসীন মুফাসসিরীন এর ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বিদ্যমান

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পূর্বের মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের কিতাবাদি হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর ইন্তেকালের পর স্বীয় কবরে জীবিত থাকা অকাট্য ও অনস্বীকার্য দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত। আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইমাম ও মুহাদ্দিস এ বিষয়টি অস্বীকার ও দ্বিমত পোষণ করেননি আর না এর বিপরীত কোন আকীদাহ পোষণ করেছেন বরং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে শুরু করে সমস্ত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ একমত যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎস অন্যান্য নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম ইন্তেকালের পর জীবিত আছেন ও নামাজ আদায় করেন।

সুতরাং এবিষয়টি ইজমা তথা সমস্ত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রমাণিত। আর এ কারণেই বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরত ইমাম শামসুদ্দীন আবুল খায়ের সাখাবী (ইন্তেকাল ৯০২-হিঃ) রাহমাতুল্লাহে আলাই বলেন,

ونحن نؤمن ونصدق بأنه ﷺ حيى يرزق فى قبره وأن جسده الشريف لاتأكله الأرض، والاجماع على هذا

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করি ও সত্য বলে মানি যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কবরে জীবিত আছেন ও রিযক পাচ্ছেন এবং নিশ্চয়ই তাঁর শরীর মুবারক মাটি ভক্ষণ করতে পারবে না। আর এ বিষয়ে ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে।

{আল-কাওলুল বাদীয় খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৭২}

তদ্রূপ খাতামুল মুহাদ্দিসীন বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

حياة النبى ﷺ فى قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عند نا من الأدلة فى ذلك وتواترت به الأخبار

অর্থাৎ! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নিজ কবরে জীবিত থাকা এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর জীবিত থাকা আমাদের নিকট অতি অকাট্য জ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কারণ এ প্রসঙ্গে বহু দলিলাদি ও ধারাবাহিক হাদিস সমূহ বিদ্যমান।

{আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৮}

তদ্রূপ আল্লামা মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ সিদ্দীকি শাফেয়ী (ইন্তেকাল ১০৫৭-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

والاجماع على أنه ﷺ حيى فى قبره على الدوام

অর্থাৎ! এ বিষয়ে ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাসর্বদা নিজ কবরে জীবিত আছেন। {দালীলুল ফালেহীন খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-১৯৬}

হায়াতুন্নাবী প্রসঙ্গে বিগত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের অভিমত

***সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অভিমত-** عن أنس بن مالك قال الأنبياء فى قبورهم أحياء يصلون

অর্থাৎ! হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত ও নামাজ আদায় করেন। {হায়াতুল আম্বিয়া বাইহাক্বী হাদিস নং-৩}

***ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল (ইন্তেকাল ২৪১-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وكان يقول ان الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون

অর্থাৎ! তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত অবস্থায় নামাজ আদায় করছেন।

{আল-আকীদাহ আবু বাকর খাল্লাল ১/১২১}

***বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসহাক ইবনু মান্দাহ (ইন্তেকাল ৩৯৫-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত,** الأنبياء أحياء فى قبورهم

অর্থাৎ! নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। {ফাওয়াইদ ইবনে মানদাহ খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৪}

***ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইমাম আবু বাকর বাইহাকী (ইন্তেকাল ৪৫৮-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত-**

والأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم

অর্থাৎ! আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর ইন্তেকালের পর তাঁদের আত্মা তাঁদের শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁরা নিজ প্রতিপালকের নিকট জীবিত।

{আল-ইয়তেকাদ বাইহাকী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩০৫}

{আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৮০}

***ইমামুল হারামাইন হযরত ইমাম আবুল মায়ালী জুবানী (ইন্তেকাল ৪৭৮-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর অভিমত,**

وكان الصديق رضى الله عنه ينفق منه على أهله وخدمه ويراه باقياعلى ملك رسول اللهﷺ لأن الأنبياء أحياء وهذا هو الصحيح الموافق لسيرة الصديق

অর্থাৎ! হযরত আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পত্তি হতে তার পরিবার ও খাদেমদের জন্য খরচ করতেন এবং তিনি সেই সম্পত্তি কে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর মালিকানাধীন মনে করতেন। কারণ নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম জীবিত রয়েছেন। আর এটাই হযরত আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবনাদর্শ অনুযায়ী সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। {নিহাইয়াতুল মাতলাব খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-২১}

***বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু জাওযী (ইন্তেকাল ৫৯৭-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

لمن أراد الزيارة أن يخلص النيه، ويسأل الله تعالى التوفيق والمعونة، ويصلى ركعتين ولا سوء أدبه فى زيارته، فان الانبياء أحياء فى قبورهم

অর্থাৎ! যে ব্যক্তি রওজা শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্য করবে তার উচিত হল নিয়তকে খালিস করা, আল্লাহ তা'আলার কাছে তওফীক ও সাহায্য চাওয়া এবং দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা। (বিশেষ উল্লেখযোগ্য) রওজা শরীফের জিয়ারতের সময় কোন বেয়াদবী যেন না হয়, কারণ নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত রয়েছেন। {তারীখ বাইতুল মুকাদ্দাস খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৮}

***ইমাম উসমান বিন আব্দুর রহমান তাকিউদ্দিন ইবনে সালাহ (ইন্তেকাল ৬৪৩-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

والأ نبياء أحياء بعد انقلا بهم الى الأخرة من الدنيا

অর্থাৎ! নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম দুনিয়া হতে আখেরাতে প্রত্যাবর্তন করার/পাড়ি দেওয়ার পরেও জীবিত রয়েছেন।

{ফাতাওয়া ইবনে সালাহ ১/১৩২}

***বিশ্বনন্দিত মুফাসসির হযরত ইমাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান খাজিন (ইন্তেকাল-৭৪১ হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

وأما صلاة الأنبياء وهم فى الدار الآخرة فهم فى حكم الشهداء بل أفضل منهم وقد قال الله سبحانه وتعالى ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء فالأنبياء أحياء بعد الموت

অর্থাৎ! আখেরাতে থাকা অবস্থায় নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর নামাজ আদায় করা শহীদ গণের ন্যায়। বরং তাঁদের থেকেও নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম উৎকৃষ্ট। এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যে সমস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন তাদের তোমরা মুর্দা ভেবোনা বরং তাহারা জীবিত।" অতএব নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম ইন্তেকাল করার পর জীবিত রয়েছেন। {তাফসীরে খাযিন খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১১৭}

***সহীহ বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (ইন্তেকাল ৮৫২-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত,**

وقد ثبت به النقل فدل ذلك على حياتهم قلت واذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن والأنبياء أفضل من الشهداء

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই দলিলাদি হতে প্রমাণিত হয়েছে নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর জীবিত থাকা। অতএব আমি বলব, যখন শারয়ী দলীল অনুযায়ী প্রমাণ হয়েছে যে, নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম জীবিত রয়েছেন তখন তা আরও মজবুত হয়ে যায় যুক্তি অনুযায়ী এবং তা হল, শহীদগণ কোরআন শরীফের স্পষ্ট বাক্য অনুযায়ী জীবিত রয়েছেন এবং নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম হলেন শহীদগণ অপেক্ষা অধিক উত্তম ও মর্যাদাপ্রাপ্ত। {ফাতহুল বারী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪৮৮}

***বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও বোখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হযরত ইমাম বাদরুদ্দীন আইনী হানাফী (ইন্তেকাল ৮৫৫-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত,**

قلت الأنبياء أحياء فقد رآهم النبى حقيقة وقدمرعلى موسى عليه الصلاة

والسلام وهو قائم يصلى فى قبره ورآه فى السماء السادسة

অর্থাৎ! আমি বলব, নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম জীবিত রয়েছেন। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে হাকিকী প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মূসা আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তিনি নিজ কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন এবং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তাকে সপ্তম আসমানে প্রত্যক্ষ করেছেন।

{উমদাতুল কারী খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৮}

***তিনি আরো লিপিবদ্ধ করেন,**

وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم، فالأنبياء بالطريق الأولى، ولاسيما فى حديث ابن عباس عند مسلم، قال ﷺ كأنى أنظر الى موسى وكأنى أنظر الى يونس فاذا كان الأمر كذلك فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا

অর্থাৎ! নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম শহীদগণ অপেক্ষা উত্তম। আর শহীদগণ নিজ প্রতিপালকের নিকট জীবিত। অতএব নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর জন্য জীবিত থাকা আরো বেশি প্রমাণিত হবে। বিশেষ করে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদিসে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আমি দেখছি মুসা আলাইহিস সালাম কে এবং আমি দেখছি ইউনুস আলাইহিস সালামকে। আর যখন বিষয়টা এমন তখন নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর জন্য নামাজ আদায় করা ও হজ্ব পালন করা অসম্ভব কিছু নয়। {উমদাতুল কারী খন্ড-১৬ পৃষ্ঠা-৩৫}

***ইমাম বুরহানুদ্দীন বাকায়ী (ইন্তেকাল ৮৮৫ হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত,** لأن حق النبى ﷺ على أمته أعظم من حق الوالد على ولده وهوحيى فى قبره

অর্থাৎ! কারণ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর অধিকার তাঁর উম্মতের প্রতি পুত্রের প্রতি পিতার অধিকার অপেক্ষা অধিক এবং তিনি নিজ কবরে জীবিত রয়েছেন। {নাযমুদ দুরার খন্ড-১৫ পৃষ্ঠা-২৯০}

***আল্লামা আব্দুর রাহমান বিন আব্দুস সালাম স্বাফুরী (ইন্তেকাল ৮৯৪-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

وان كرامات الأولياء حق والنبى ﷺ حيى فى قبره سميع بصير

অর্থাৎ! আউলিয়ায়ে কিরাম এর কারামত সত্য এবং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নিজ কবরে জীবিত শ্রবণকারী দর্শনকারী।

{নুযহাতুল মাজালিস ১/১৯০}

***বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরত ইমাম শামসুদ্দীন আবুল খায়ের সাখাবী (ইন্তেকাল ৯০২-হিঃ) রাহমাতুল্লাহে আলাই এর অভিমত।**

ونحن نؤمن ونصدق بأنه ﷺ حيى يرزق فى قبره وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض والا جماع على هذا

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করি ও সত্য বলে মানি যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কবরে জীবিত আছেন ও রিযক পাচ্ছেন এবং নিশ্চয়ই তাঁর শরীর মুবারক মাটি ভক্ষণ করতে পারবে না। আর এ বিষয়ে ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে।

{আল-কাওলুল বাদীয় ১/১৭২}

***ইমাম আলী ইবনে আব্দুল্লাহ সামহুদী (ইন্তেকাল ৯১১-হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত,**

ولحياة الأنبياء بعد موتهم عليهم الصلاة والسلام شواهد من الأ حاديث الصحيحة

অর্থাৎ! আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর ইন্তেকালের পর জীবিত থাকা বহু সহীহ হাদিস হতে প্রমাণিত।

{খুলাসাতুল ওফা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৫১}

***খাতামুল মুহাদ্দেসীন ও হাফিজুল হাদিস হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ইন্তেকাল ৯১১-হিঃ) রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

وهو حيى فى قبره، يصلى فيه بأذان واقامة وكذلك الأنبياء، ولهذا قيل لاعدة على أزواجه، وأوكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه، وتعرض عليه أعمال أمته فيسيغفر لهم

অর্থাৎ! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কবরে-

জীবিত আছেন। আযান ও ইকামতের সহিত নামাজ আদায় করেন। তদ্রূপ অন্যান্য নবীগণ আলাইহিমুস সালাম। আর এ জন্য বলা হয়েছে, তাঁর স্ত্রীগণের উপর কোন ইদ্দত নেই। তাঁর কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে যে তার প্রতি দরুদ প্রেরণ কারীর দরুদ তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেন। তাঁর প্রতি তার উম্মতের আমল পেশ করা হয় অতএব তিনি তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন। {আনমুযাজুল লাবীব খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৩০}

***তিনি অন্য এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন-**

وأنه ﷺ حيى فى قبره ولهذا حكى الماوردى وجها أنه

لا يجب عليهن عدة الوفاة

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কবরে জীবিত আছেন। আর এই জন্য ইমাম মাওয়ারদী বলেন, নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের ওপর ইন্তেকালের ইদ্দত পালন করা জরুরি নয়।

{খাসাইসুল কুবরা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩২৬}

حياة النبى ﷺ فى قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام

عندنا من الأدلة فى ذلك وتواترت به الأخبار

অর্থাৎ! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নিজ কবরে জীবিত থাকা এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর জীবিত থাকা আমাদের নিকট অতি মজবুত জ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কারণ এ প্রসঙ্গে বহু দলিলাদি ও ধারাবাহিক হাদিস সমূহ বিদ্যমান।

{আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৭৮}

***বিশ্বনন্দিত ইতিহাসবিদ ও বুখারী শরীফের প্রখ্যাত আরাবী ভাষ্যকার ইমাম শাহাবুদ্দীন কাসতালানী (ইন্তেকাল ৯২৩-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء

فى قبورهم يصلون

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর দেহ মোবারক কে ভক্ষণ করা হারাম করে

দিয়েছেন। এবং নিশ্চয়ই তাঁরা নিজ নিজ কবরে জীবিত ও নামাজ আদায় করেন। {ইরশাদুস সারী কাসতালানী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৩০}

***তিনি অন্যত্রে আরো ইরশাদ করেন-**

ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة مستمرة، ونبينا

ﷺ أفضلهم واذا كان كذلك فينبغى أن تكون حياته ﷺ أكمل وأتم من حياة

سائرهم

অর্থাৎ! নিঃসন্দেহে নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর জীবিত থাকা প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী। এবং আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর যখন বিষয়টা এমন সুতরাং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবিত থাকা অন্যান্য নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর জীবিত থাকা অপেক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গ। {আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ৩/৫৯৯}

***বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ স্বালেহী শামী (ইন্তেকাল ৯৪২-হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অভিমত,**

فقد تبين لك رحمك الله من الأحاديث السابقة حياة النبى وسائر الأنبياء

عَلَيْهِمُ والسلام وقد قال الله سبحانه وتعالى فى الشهداء ولا تحسبن الذين

قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (آل عمران) والأنبياء

أولى بذلك فهم أجل وأعظم

অর্থাৎ! আপনার জন্য পূর্বের হাদিস সমূহ হতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) জীবিত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে শহিদ হয়েছেন, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা নিজ রবের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায়" আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবিষয়ে শহীদগণ অপেক্ষা বেশী হকদার, কারণ তাঁরা শহীদগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ও সম্মানীয়। {সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৬২}

***তিনি অন্যত্রে ইরশাদ করেন-**

وقال الامام العلامة جمال الدين محمود بن جملة نبينا ﷺ أحياه الله تعالى بعد موته حياة تامة واستمرت تلك الحياة الى الان وهى مستمرة الى يوم القيامة، وليس هذا خاصابه ﷺ بل يشاركه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والدليل على ذلك أمور كثيرة

অর্থাৎ! ইমাম আল্লামা জামালুদ্দিন মাহমুদ বিন জুমলা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণভাবে জীবিত করেছেন এবং তাঁর এ জীবন এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এবং এ ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট নন বরং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামো শরীক রয়েছেন এবং এই বিষয়ের উপর বহু দলিল বিদ্যমান।

{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৬০}

***হযরত ইমাম শাহাবুদ্দিন আহমাদ রিমলী শাফেয়ী (ইন্তেকাল ৯৫৭-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

أما الأنبياء فلأ نهم أحياء فى قبورهم يصلون وبحجون كما وردت به الأخبار

অর্থাৎ! নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন, নামাজ আদায় করেন ও হজ্ব পালন করেন। এ বিষয়ে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। {ফাতাওয়া রিমলী খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৩৮২}

***ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইমাম সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত-** قال السبكى حياة الأنبياء والشهداء فى القبر كحياتهم فى الدنيا ويشهد له صلاة موسى فى قبره، فان الصلاة تستد عى جسدا جيدا

অর্থাৎ! হযরত ইমাম সুবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও শহীদগণ কবরে তেমনি জীবিত রয়েছেন যেমন পৃথিবীতে তাঁরা জীবিত ছিলেন। আর এটার সাক্ষী বহন করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কবরে নামাজ আদায় করা। কারণ নামাজ পরিপূর্ণ দেহ কে সমর্থন করে।{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৩৬৫}

***বিশ্বনন্দিত মুহিদ্দিস ও শাইখুল ইসলাম ইমাম শাহাবুদ্দিন ইবনে হাজার হাইতামী (ইন্তেকাল ৯৭৪-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

اذ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء فى قبورهم يصلون

অর্থাৎ! আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত অবস্থায় নামাজ আদায় করেন।

{ফাতাওয়া হাদীসিয়াহ লি-ইবনে হাজার হাইসামী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০৭}

***তিনি তাঁর অন্য এক পুস্তকে এরশাদ করেন-**

وحرمته ﷺ بعد وفاته كحرمته فى حياته لأنه حى فى قبره ﷺ

অর্থাৎ! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা তার ইন্তেকালের পর তেমনি রয়েছে যেমন তাঁর জাহিরি জিন্দেগীতে ছিল। কারণ তিনি নিজ কবরে জীবিত রয়েছেন।

{তুহফাতুল মুহতাজ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৪}

***ইমামুল হারামাইন, বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ ইমাম আবুল হাসান মুল্লা আলী ক্বারী (ইন্তেকাল ১০১৪-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-** لاعدة عليهن لأنه ﷺ حيى فى قبره وكذلك سائر الأنبياء

অর্থাৎ! নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর স্ত্রীগণের উপর কোন ইদ্দত নেই। কারণ তিনি নিজ কবরে জীবিত আছেন। তদ্রূপ অন্যান্য নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম-ও জীবিত রয়েছেন।

{মিরকাত শারহে মিশকাত ৯/৩৮৬০}

لأن الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون

অর্থাৎ! কারণ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত ও নামাজ আদায় করেন।

{মিরকাত শারহে মিশকাত খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৫৯}

***তিনি আরো বলেন,**

وقدمنا أن الأنبياء لَايموتون كسائر الاحياء بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء وقد ورد به الأحاديث والأنباء وأنهم أحياء فى قبورهم فانهم أفضل من الشهداء وهم أحياء عند ربهم

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম সাধারণ ব্যক্তিদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন না বরং

তাঁরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী দুনিয়ার দিকে ইস্থানন্তর করেন। এবং বহু হাদিস ও দলিলাদি এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। কারণ তাঁরা শহীদগণ অপেক্ষা বেশি উৎকৃষ্ট ও ফজিলত প্রাপ্ত আর শহীদগণ নিজ প্রতিপালকের নিকট জীবিত।

{মিরকাত শারহে মিশকাত খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-৩৭৬০}

***তিনি আরো বলেন-** ونحن نعلم أنه ﷺ حى فى قبره يصلى

অর্থাৎ! আমরা জানি যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নিজ কবরে জীবিত অবস্থায় নামাজ আদায় করেন।

{জামউল ওসাইল ফি শারহিশ শামাইল খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৩৭}

***প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম জাইনুদ্দিন মুহাম্মাদ মানাবী (ইন্তেকাল ১০৩১-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

وأنه حى فى قبره يصلى الصلاة التى يصليهما فى الحياة وذلك ممكن ولا مانع من ذلك لأنه الى الان فى الدنيا وهى دار تعبد

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম স্বীয় কবরে দুনিয়াবী নামাজের ন্যায় নামাজ আদায় করেন। আর এটা সম্ভব এখানে অসম্ভবের কোন বিষয় নেই কারণ তিনি এখন পর্যন্ত দুনিয়াতেই আছেন আর দুনিয়া হল ইবাদতের স্থান। {ফাইযুল কাদীর খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-৫১৯}

***আল্লামা মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ সিদ্দীকি শাফেয়ী (ইন্তেকাল ১০৫৭-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

والا جماع على أنه ﷺ حيى فى قبره على الدوام

অর্থাৎ! এ বিষয়ে ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাসর্বদা নিজ কবরে জীবিত আছেন। {দালীলুল ফালেহীন ৭/১৯৬}

***বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকি যুরকানী মালেকী (ইন্তেকাল ১১২২ হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিমত পেশ করেন-**

وكذلك الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون، روى أبو يعلى والبيهقى عن أنس أن النبى ﷺ قال مررت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يصلى فى قبره، ولهذا قيل لا عدة على أزواجه لأنه حى

অর্থাৎ! তেমনি নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত অবস্থায় নামাজ আদায় করেন। ইমাম আবু ইয়ালা ও ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি মেরাজের রাত্রিতে লাল-ওয়াদীর নিকট হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি সেই সময় নিজ কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। আর এ জন্য বলা হয়েছে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের উপর কোন ইদ্দত নেই কারণ তিনি জীবিত। {শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৭/৩৬৪}

ونقل السبكى فى طبقاته عن ابن فورك "نضم فسكون" أنه عليه السلام حى فى قبره، رسول الله أبد الاباد أى فى جميع الأزمنة الصادق بما بعد موته الى قيام الساعة على الحقيقة لا المجاز لحياته فى قبره يصلى فيه بأذان واقامة

অর্থাৎ! ইমাম সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাবকাত গ্রন্থে ইবনু ফাওরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মন্তব্য পেশ করেছেন যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কবরে জীবিত রয়েছেন এবং তিনি সদা সর্বদা হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল অর্থাৎ সমস্ত সময়কালে। একথা সত্য যে, তার ইন্তেকালের পর থেকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তিনি হাকিকী জীবিত মাজাযী নয়। কারণ তিনি নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং আযান ও ইক্বামতের সহিত সেথায় নামাজ আদায় করেন।

{শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৮/৩৫৮}

أن رسول الله ﷺ قال من زارنى بعد موتى فكأ نما زارنى فى حياتى لأنه حى فى قبره يعلم بمن يزوره ويردسلامه

অর্থাৎ! "নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পরে আমার (কবরের) জিয়ারত করল সে আমার

জাহিরী জীবনে জিয়ারতকারী ন্যায় হবে।" (উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন) কারণ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কবরে জীবিত আছেন, জিয়ারতকারী ব্যক্তিদের তিনি চিনতে পান এবং তাদের সালামের উত্তর দেন। {শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৮১}

أن النبى ﷺ حى لما تقرر وأنه يصلى فى قبره بأذان واقامة

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত রয়েছেন যেমনটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি নিজ কবরে আযান ও ইক্বামতের সহিত নামাজ আদায় করেন।

{শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ১২/২৩৬}

***বিশ্ব নন্দিত মুফাসসির হযরত ইমাম ইসমাইল হাক্কী ইস্তাম্বুলী হানাফী (ইন্তেকাল ১১২৭-হিঃ) রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام لانه حى فى قبره

অর্থাৎ! উলামা কেরাম নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু সালামের রওজা শরীফের পাশে আওয়াজ উঁচু করাকে অপছন্দ করেন, কারণ তিনি নিজ কবরে জীবিত আছেন। {তাফসীরে রুহুল বায়ান খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-৬৬}

***আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (ইন্তেকাল ১২৫০-হিঃ) এর অভিমত-**

والمراد برد الروح النطق لأنه ﷺحى فى قبره وروحه لاتفارقه

لما صح أن الأنبياء أحياء فى قبورهم كذا قال ابن الملقن وغيره

অর্থাৎ! আত্মা ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, 'কথা বলা'। কারণ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সালাম নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁর আত্মা তাঁর থেকে পৃথক নেই। কারণ সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত রয়েছেন যেমনটা ইমাম ইবনুল মুলাক্কান ও অন্যান্যরা বলেছেন।

{তুহফাতুয যাকেরীন খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৬}

***আল্লামা সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ বিন উমার বাজীরামী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত-**

وانما حرمن على غيره لأنه حى فى قبره ورعاية لشرفه ولأنهن أزواجه فى الجنة ولأنهن أمهات المؤ منين

অর্থাৎ! নিশ্চয়ই নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ কে অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি হারাম করে দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি নিজ কবরে জীবিত আছেন। এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার খেয়াল রাখা হয়েছে এবং তাঁরা জান্নাতে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু সালামের স্ত্রী হিসেবে থাকবেন এবং তাঁরা হলেন মুমিনগণের মাতা।

{তুহফাতুল হাবীব আলা শারহিল খাতীব খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৩}

وقد سئل القاضى جلال الدين البقلينى عن حكم سجود النبى ﷺ تحت العرش يوم القيامة من حيث الوضوء فأجاب بأنه باق على طهارة غسل الموت لأنه حى فى قبره ولا ناقض لطهارته

অর্থাৎ! কাজী জালালুদ্দিন বালকিনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে কিয়ামতের দিন আরশের নিচে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সালাম এর ওজু অবস্থায় সাজদা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় গোসল এর পবিত্রতার উপর অব্যাহত আছেন। কারণ তিনি নিজ কবরে জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর পবিত্রতা নষ্ট করার মত কোন জিনিস ঘটেনি।

{তুহফাতুল হাবীব আলা শারহিল খাতীব খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৩}

***প্রচলিত আহলে হাদিস ভাইদের নিকট অতি গ্রহণযোগ্য একজন মুহাদ্দিস শায়েখ শুয়াইব আর্নাউত নাবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন,**

فقولهم وقدأرمت كناية عن الموت والجواب بأن الله حرم الخ كناية عن كون الأنبياء أحياء فى قبورهم

অর্থাৎ! সাহাবায়ে কেরামের মন্তব্য "আপনি মাটি হয়ে যাবেন" হতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, 'মৃত্যু'কে। এবং নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু সালামের উত্তর "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জমিনের উপর নাবীগণের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন" থেকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম কবরে জীবিত রয়েছেন। {তাখরিজুল মুসনাদ ২৬/৮৬}

***উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ ও ইমাম ও মুহাদ্দিসগনের অভিমত সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম ইশক মুহাব্বত চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ**

আ'লা-হাযরাত ইমাম আহমদ রেজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ☆ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے

ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহর কসম আপনি জীবিত আছেন আল্লাহর কসম আপনি জীবিত আছেন, শুধু আমার চোখের সীমাবদ্ধতার বাইরে রয়েছেন।

***সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!** উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ ছাড়া আরও অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ইমামগণের অভিমত হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন বটে কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর আত্মা মুবারককে তাঁর শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফলে তিনি নিজ রওজা শরীফে সশরীরে জীবিত আছেন, আযান ও ইকামতের সহিত নামাজ আদায় করছেন তৎস নিজ উম্মতের সমস্ত আমল সমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। তদ্রূপ অন্যান্য নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ কবরে জীবিত ও নামাজ আদায় করেন। সুতরাং কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য এ ধারণা ও আকীদাহ রাখা মোটেই উচিত হবে না যে, "নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কবরে মৃত অবস্থায় আছেন" অথবা "তিনি মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন।" আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের কে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আকীদাহ রেখে জীবন অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করুন! আমীন বি-জাহি সাইয়েদিল মুরসালীন আলাইহিস্ব স্বালাতু ওয়াত তাসলীম!

تـــمـــت بـالـخـيـر

فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد و على اله و اصحابه اجمعين

اســـتـــغـــفـــر الله رب من كل ذنب واتوب اليه

ইতি

মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন সিমনানী

পিতা:- মাহিরুদ্দিন আহমাদ

তারিখ:-২৬/০৫/২০২১, রোজ:- বুধবার, বিকাল:-৩:৪০ মিঃ

مولای صلی وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم

نبينا الامرالناهى فلااحد ابرفى قول لامنه ولا نعم

هوالحبيب الذى ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم

دعا الى الله فا لمستسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم

فاق النبن فى خَلق و فى خُلق ولم يدانوه فى علم ولاكرم

وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم

وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم

منزه عن شريك فى محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بماشئت مدحاً فيه واحتكم

وانست الى ذاته ماشئت من شرف واحكم بماشئت مدحا فيه واحتكم

وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ماشئت من عظم

''মাদ্রাসা আল-জামিয়াতুস সুন্নীয়াতুল আশরাফিয়া''

সুন্নী মিশন

প্রতিষ্ঠাতা ঃ - আল্লামা মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী সাহেব

বারইডাঙ্গা, পোস্ট - কালিকামোড়া, থানা - কুশমান্ডী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর

এখানে বাগদাদী কাইদাহ হতে আলীমিয়াত ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা হয়, মাদ্রাসায় আরবী, উরদু, ফারসী, বাংলা, ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা হয়। ৭ জন দক্ষ শিক্ষক সর্বদা বাচ্চাদের পড়াশুনা ও সুন্নাত পদ্ধতিতে জীবন ধারণ করার তালিম দেওয়ার জন্য নিয়োগ রয়েছেন। এখানে ছাত্রদের নিকট হতে কোন টাকা পয়সা নেওয়া হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য হল আপনার বাচ্চার সঠিক ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করানো ও সুন্নী জান্নাতী সমাজ তৈরী করা। এই মহান উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আপনার দান ও সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য।

বিনীত

অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক
জিবনী ও জালসা বক্তা মাওলানা আব্দুল
জাব্বার আশরাফী সাহেব
9733404902

''দক্ষিণ দিনাজপুর আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত''

আমিনপুর, থানা - কুশমান্ডী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ

আঞ্জুমানের কার্যাবলি :-

১. ইসলামিক লাইব্রেরী -- এখানে অনেকগুলি ইসলামিক বই ও পুস্তক রয়েছে যা নাম লিখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।
২. দারুল ইফতা -- এখানে ইসলামিক সমস্যার সমাধান করা হয়।
৩. জাশনে ঈদে মিলাদুন-নাবী -- আঞ্জুমানের পরিচালনায় গোটা জেলায় জুলুস ও ফাতিহার আয়োজন করা হয়।
৪. ইসলামের জটিল সমস্যা এর সমাধানের জন্য বাৎসরিক একটি সুন্নী সম্মেলন ও প্রশ্ন উত্তর সভা করা হয়।
৫. গরিব ও মিস্কিনদের সাহায্য করা হয়।
৬. রমজান মাসে ফ্রি ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়।
৭. বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য কুরআন শরীফ ও মসলা মাসাঈল শিক্ষা এবং নামাযের তালিম দেওয়া হয়।
৮. ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদ্রাসার শিক্ষক-এর সু-বাবস্থা করা হয়।

আঞ্জুমানের আরো কিছু উদ্দেশ্যবলি :-

১. যে কোন ইসলামিক কাজে সহযোগিতা করা।
২. ইসলামি পত্রিকা প্রকাশনার প্রস্তুতি।
৩. প্রতিটি গ্রামে ''ইসলামের পথে'' নামক একটি সভা করে নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাতের সঠিক শিক্ষা দান করা।
৪. সুন্নী জান্নাতী আকাঈদ এর প্রচার ও প্রশার করা ইত্যাদি।

আমাদের উক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ মাত্রায় সফল করার জন্য আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে কাম্য।

-:*লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ*:-

১:-তোহ্ফায়ে রামাদ্বান
২:-জ্ঞান ভান্ডার নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাম।
৩:-ঈসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমাণ।
৪:-আকাঈদে আহলে সুন্নাতের সত্যতা।
৫:-অকাট্য দলিল সম্বলিত বিশ রাকাত তারাবীহ।
৬:-দুই হাতে মুসাফাহা-এর প্রমাণ।
৭:-তাহ্ক্বীক ও তাখরীয প্রশ্ন-উত্তরে আকাঈদ ও মাসায়েল শিক্ষা।
৮:-তিন কন্যার ফজিলত।
৯:-নবীজির পরিচয় নবীজির জবানী।
১০:-বিষয়ভিত্তিক কুরআনী জ্ঞান।
১১:-অটুট সিদ্ধান্ত।
১২:-সহীহ সুন্নাহর আলোকে "স্বালাতুর রাসূল"
১৩:-ইমামের পশ্চাতে সূরা পাঠের বিধান।
১৪:-হাদিসের আলোকে কুসংস্কারমুক্ত "ইসলামী বিবাহ"।
১৫:-মাজার সম্পর্কিত বর্জনীয় কর্মসমূহ।
১৬:-হানাফি মাযহাব সিহাহে সিত্তার আলোকে।
১৭:-হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শান ও মান।
১৮:-বিদ'আত সম্পর্কে সূক্ষ্ম ধারণা।
১৯:-শির্ক ও বিদ'আতের বিনাশক আলা-হযরত।
২০:-ফরজ নামাজ পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ।
২১:-হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান ।
২২:-আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফজিলত সমূহ ।
২৩:-পীর মুরিদ সংক্রান্ত আহলে হাদীস ভাইয়ের ১৫-টি প্রশ্নের সমাধান।

২৪:-মিলাদুন্নবীর অকাট্য প্রমাণ ।
২৫:-প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের প্রমাণ ।
২৬:-হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে শাবে-বারাত পালন বৈধ কিনা?
২৭:-হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নামাজে হাত কোথায় বাধবেন?
২৮:-হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নামাজে রাফউল-ইয়াদাইন।
২৯:-হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে তারাবীহের রাক'আত সংখ্যা কতো ?
৩০:-হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে বিতের নামাজের রাক'আত ও পদ্ধতি।
৩১:-হাদিস ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে নবীজি জীবিত না মৃত?
৩২:-ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা পাঠ (অনুবাদ)